রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ১১, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ আশ্বিন ১৪১৩/০৮ অক্টোবর ২০০৬

এস, আর, ও নং ২৪৩-আইন/২০০৬।—Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976) এর section 109 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

অধ্যায়-১

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (সম্মাননা, পদক ও পুরস্কার) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) **"অধ্যাদেশ"** অর্থ Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976);

(খ) **"অতিরিক্ত কমিশনার"** অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার;

(গ) **"অধঃস্তন কর্মকর্তা"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, সাব-ইন্সপেক্টর, এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল, নায়েক বা কনস্টেবল;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(ঘ) **"উপ-কমিশনার"** অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার এবং ক্ষেত্রমত, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) **"উর্ধ্বতন কর্মকর্তা"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত সহকারী পুলিশ কমিশনার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা;

(চ) **"কমিশনার"** অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(১) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;

(ছ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা;

(জ) **"থানা"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) এর section 4(l)(s) এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত এবং নির্ধারিত এলাকা যাহা প্রধানতঃ পুলিশের তদন্ত ইউনিট;

(ঝ) **"ফৌজদারী কার্যবিধি"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898);

(ঞ) **"সহকারী কমিশনার"** অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং, ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অধ্যায়-২
সম্মাননা ও পদক (Honours and Decorations)

৩। **পুলিশ পদকের প্রযোজ্যতা।**—(১) সকল প্রকার পদক প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে বর্তমানে প্রচলিত রীতি-নীতি, বিধি-বিধান, রুলস ইত্যাদি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(২) যে কোন পুলিশ পদক বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে যদি উহার বাহক কোন দেশদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপে অভিযুক্ত হয় বা কাপুরুষোচিত কোন কাজ করে বা ফৌজদারী মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয় অথবা এমন কোন আচরণ যাহা প্রেসিডেন্টের বিবেচনায় বাহিনীর অখ্যাতির পরিচায়ক।

৪। **সুপারিশসমূহ সম্পূর্ণ এবং গোপনীয় হইবে।**—(১) কর্মকর্তাগণ যখন সুপারিশ করিবেন তখন তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন প্রতিটি সুপারিশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং অতীতে পদক পাইতে কৃতকার্য হয় নাই এইরূপ কোন সুপারিশের রেফারেন্স দেওয়া যাইবে না।

(২) পদক, সম্মান ও ডেকোরেশনের জন্য সকল সুপারিশ গোপন রাখিতে হইবে।

৫। **হারানো পদকের প্রতিস্থাপন পদ্ধতি।**—যাহার পদক হারাইয়াছে তিনি যেই ইউনিটে কর্মরত ছিলেন সেই ইউনিট যদি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে বা বিলুপ্ত হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে পদক প্রতিস্থাপনের জন্য সরাসরি উপ-কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করা যাইবে।

অধ্যায়-৩
পুরস্কার (Rewards)

৬। **পুরস্কার অনুমোদনের সাধারণ শর্তাবলী।**—(১) একজন কর্মকর্তাকে পুরস্কার প্রদান এবং তাহার সপক্ষে কারণসমূহ সেন্ট্রাল বা ডিভিশনাল অর্ডার বইয়ে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। অনুলিপি অফিসার্স সার্ভিস বই অথবা রোলে লাল কালিতে লিখিয়া অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) বিধি ৭ অনুসরণ ব্যতীরেকে পুলিশ অফিসারদের সার্টিফিকেট এবং প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইবে না। অফিস সহকারীদের ক্ষেত্রেও একই ধরণের নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বাহিনী বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকে আর্থিক পুরস্কার প্রদানের অনুমোদনের ক্ষেত্রে যাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহার মর্যাদা (status), সাহস, ইত্যাদি বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

৭। **ভাল কাজের জন্য সার্ভিস মার্কস (Good Service Marks)।**—(১) কমিশনার কর্মকর্তাদের ভাল কাজের জন্য সার্ভিস মার্কস দেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত এবং সুষম মান বজায় রাখিবেন।

(২) ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার এবং ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নের সকল কর্মকর্তাদের বিশেষ কাজের জন্য সার্ভিস মার্কস দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) সাধারণত উপ-কমিশনার অধঃস্তন কর্মকর্তাদের ভাল কাজের জন্য সার্ভিস মার্কস মঞ্জুর করিবেন এবং তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে "ভাল সার্ভিস মার্কস" মঞ্জুরীর কারণসমূহ উল্লেখ করিয়া প্রতিবেদন তৈরী করিবেন।

(৪) কেসের নাম্বার এবং তারিখের উদ্ধৃতিসহ কর্মকর্তাদের সার্ভিস বই অথবা রোল এ "ভাল সার্ভিস মার্কস" এর মঞ্জুরী "পুরস্কার" হেডের নীচে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উপ-কমিশনারের আদেশের নম্বর ও তারিখও তথায় উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) কোন অধঃস্তন কর্মকর্তাকে কমিনার "ভাল সার্ভিস মার্কস" মঞ্জুর করিলে, তাহা কমিশনারের অর্ডার বইয়ে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) "ভাল সার্ভিস মার্কস" কনস্টেবল পদমর্যাদার উর্দ্ধের কর্মকর্তাদের আর্থিক পুরস্কারের পরিবর্তে মঞ্জুর করা যাইতে পারে, কিন্তু কনস্টেবলের ক্ষেত্রে আর্থিক পুরস্কার সার্ভিস মার্কসের অতিরিক্ত হিসাবে মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৭) উপ-কমিশনারগণ তাহাদের নিজ ক্ষমতাবলে একই ব্যক্তিকে তিনবার বিশেষ কোন কাজের জন্য অথবা বিশেষ কেসে কোন ভাল কাজের জন্য "ভাল সার্ভিস মার্কস" পুরস্কার দিতে পারিবেন এবং কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া তিনের অধিক সার্ভিস মার্কস মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৮) ভাল সার্ভিস মার্কস প্রাপ্তরা পদোন্নতির ক্ষেত্রে আগাম দাবীদার হইবে এবং জ্যেষ্ঠতার একই তালিকার কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তিদের পদোন্নতি আগে বিবেচনা করা হইবে।

(৯) যদি কোন উপ-কমিশনার মনে করেন যে, কোন কর্মকর্তাকে যে সার্ভিস মার্কস প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার তিনটি সার্ভিস মার্কস এর অতিরিক্ত পুরস্কার দাবী রাখে, তাহা হইলে তিনি কমিশনারের নিকট বিষয়টি অগ্রায়ন করিবেন এবং কমিশনার তাহাকে তিনটির অধিক ভাল সার্ভিস মার্কস দিবেন অথবা বিশেষ সার্টিফিকেট প্রদানের সুপারিশসহ ইন্সপেক্টর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১০) নিম্ন পদে অথবা বেতন স্কেলে নামিয়ে দেওয়ার দণ্ড (Reduction), বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত অথবা তিনটি কাল (Black) মার্কস সকল ভাল সার্ভিস মার্কস বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

(১১) উপ-কমিশনারের নির্দেশের আলোকে এক বা একাধিক "ভাল সার্ভিস মার্কস" যে কোন সময়কালের চাকুরীতে বিঘ্ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে (interruption) বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

(১২) "ভাল সার্ভিস মার্কস" যথেচ্ছভাবে দেওয়া যাইবে না।

(১৩) ইন্সপেক্টর জেনারেল অথবা পুলিশ কমিশনার কর্তৃক "ভাল সার্ভিস মার্কস" এওয়ার্ড পুলিশ গেজেটে এবং ডিএমপি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৮। **পুলিশ অফিসারকে পার্চমেন্ট সার্টিফিকেট অনুমোদন।**—ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং পুলিশ কমিশনার ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের যে কোন কর্মকর্তা অথবা ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্ন পদের কর্মকর্তাকে অন্য কোন পুরস্কারের অতিরিক্ত অথবা পরিবর্তে পার্চমেন্ট সার্টিফিকেট পুরস্কার হিসাবে দিতে পারিবে এবং পুলিশ এবং ডিএমপি গেজেটে প্রকাশনার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সার্ভিস বই এন্ট্রি প্রদানের জন্য এই সার্টিফিকেট পুরস্কার হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

৯। **সাধারণ ব্যক্তির জন্য পার্চমেন্ট সার্টিফিকেট।**—পুলিশের সাহায্যার্থে বুদ্ধিদীপ্ত (meritorious) কাজ করার জন্য জনসাধারণের মধ্য হইতে যে কোন ব্যক্তিকে ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং পুলিশ কমিশনার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইতে পারে।

১০। **ডাকাত, অপরাধী এবং অন্যান্য দুস্কৃতিকারী গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার।**—(১) যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ কোন ডাকাতি অথবা দস্যুতা অথবা হত্যা অথবা বিস্ফোরকের মাধ্যমে কোন ক্ষতি সাধন বা ধ্বংস সাধন সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটন করে অথবা এই ধরণের অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতি নিতেছে অথবা এতদুদ্দেশ্যে অন্যদের সহিত একত্রিত হইয়াছে এমন অবস্থায় অপরাধীদের গ্রেফতার করিয়া পুলিশের হাতে দেয়, তবে ওই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নিম্নোক্তভাবে পুরস্কৃত করা হইবে—

(ক) অস্ত্রবিহীন প্রতিজনকে গ্রেফতার করার জন্য ১০০০.০০ টাকা পর্যন্ত;

(খ) আপত্তিজনক কোন অস্ত্রসহ (আগ্নেয়াস্ত্র অথবা বোমা নয়) গ্রেফতার করা জন্য জনপ্রতি ১৫০০.০০ টাকা পর্যন্ত;

(গ) আগ্নেয়াস্ত্র বা বোমাসহ গ্রেফতার করার জন্য জনপ্রতি ২৫০০.০০ টাকা পর্যন্ত ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একাধিক ব্যক্তি সমবেতভাবে একজনকে গ্রেফতার করে, তবে প্রদেয় পুরস্কার একাধিক ব্যক্তির মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় বন্টন করা যাইতে পারে।

(২) পুরস্কারসমূহ একজন উপ-কমিশনারের নিকট জমা থাকিবে এবং তিনি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করা হইয়াছে তবে কমিশনার বরাবর পুরস্কার প্রদানের জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং আদেশ প্রাপ্তির পর তিনি যত দ্রুত সম্ভব আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পুরস্কারসমূহ বন্টন করিবেন।

(৩) ডাকাত গ্রেফতারের সময় কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরিবারের উত্তরাধিকারী সদস্যদের পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করিতে হইবে।

(৪) বিপি ফরম নং ২০০ তে পুরস্কারের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করিতে হইবে।

১১। **আগাম পুরস্কার ঘোষণার অনুমোদন**।—(১) পলাতক অপরাধীদের গ্রেফতার এর জন্য এবং মারাত্মক (henious) অপরাধ আবিষ্কারের বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন ও মুখ্য ভূমিকা পালনের জন্য নিম্নবর্ণিত পদের ব্যক্তিগণ তাহাদের পদের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ টাকা পুরস্কার প্রদানের জন্য ক্ষমতাবান হইবেন, যথা ঃ—

(ক)	ইন্সপেক্টর জেনারেল	অনধিক ৫০,০০০.০০ টাকা
(খ)	কমিশনার	অনধিক ৪০,০০০.০০ টাকা
(গ)	উপ-কমিশনার	অনধিক ২০,০০০.০০ টাকা

(২) সাধারণ ডিউটি এবং প্রস্তাবিত পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত কাজ একই পর্যায়ের হইলে সেইক্ষেত্রে কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে পুরস্কার প্রদান করা যাইবে না।

১২। **পূর্বে ঘোষণা করা হয় নাই এইরূপ বিষয়ে পুরস্কার**।—(১) ব্যক্তিক্রমধর্মী মেধা, কর্ম উদ্দীপনা বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তাগণ পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক)	ইন্সপেক্টর জেনারেল	অনধিক ৫০০০.০০ টাকা
(খ)	কমিশনার	অনধিক ৩০০০.০০ টাকা
(গ)	উপ-কমিশনার	অনধিক ২০০০.০০ টাকা

(২) পুরস্কার প্রদানকারী কর্মকর্তার বাজেটে ফান্ড প্রাপ্যতা সাপেক্ষে যে কোন পুরস্কার প্রদান করা যাইবে।

(৩) পুলিশের সাধারণ কর্তব্যের বাইরে কোন কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান ফান্ডামেন্টাল রুলসের ৪৬ এবং ৪৭ বিধি এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস এর ৬২ ও ৬৩ (পার্ট-১) অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

(৪) ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ টাকার পুরস্কার পাওয়ার জন্য উপযুক্ত হইবে না, তবে বিশেষ ব্যতিক্রমধর্মী কোন ঘটনায় সহকারী পুলিশ কমিশনারকে পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে এবং এই পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) একজন অফিসিয়েটিং সহকারী পুলিশ কমিশনার তাহার ইন্সপেক্টর পদে থাকাকালীন কোন কাজের জন্য অনুমোদিত পুরস্কার পাওয়ার উপযোগী হইবেন।

১৩। **বিপজ্জনক কাজের জন্য সম্মানী**।—(১) এই বিধিতে যাহাই থাকুক না কেন পরবর্তী দফাসমূহে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ইন্সপেক্টর জেনারেল ও পুলিশ কমিশনার মাসিক অনধিক টাকা ১০০০.০০ টাকা পর্যন্ত সম্মানী অনুমোদনের জন্য ক্ষমতাবান এবং প্রতি আর্থিক বৎসরে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত পুলিশ ফোর্স এর যে কোন সদস্যকে তাহার সাধারণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় কোন কাজের জন্য (বিপজ্জনক প্রকৃতির এবং জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ দায়িত্ব) প্রদানে ক্ষমতাবান হইবেন।

(২) সম্মানী অনুমোদনকারী কর্মকর্তার বাজেটে ফান্ড প্রাপ্যতা সাপেক্ষে প্রদান করা যাইবে।

(৩) এই বিধির আওতায় ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সম্মানী দেওয়া যাইবে না।

(৪) অনুমোদনকারী কর্মকর্তা তাহার বিবেচনায় সম্মানী প্রদানে সমর্থনে বিবেচনায় গৃহীত কারণসমূহ লিখিতভাবে রেকর্ড করিবেন।

(৫) সরকার অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সম্মানীর অর্থ উত্তোলন (drawing) ও বিতরণ (disbursement) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৪। **বিভিন্ন অপরাধ উদঘাটনের জন্য পুরস্কার**।—সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নে উল্লিখিত আইনের বিশেষ কোন ধারার অধীন কোন মামলার সফল উদ্‌ঘাটনের জন্য পুরস্কার অনুমোদন করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০;

(খ) Arms Act, 1878;

(গ) Public Gambling Act, 1867;

(ঘ) Explosive Act, 1884 (IV of 1884) এবং Explosive Substance Act, 1908 (VI of 1908);

(ঙ) এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২;

(চ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০।

১৫। **Arms Act, 1878 এর অধীন মামলায় পুরস্কার**।—(১) Arms Act, 1878 এর আওতায় যদি কোন ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, যে ব্যক্তি বা কর্মকর্তা অপরাধী সম্পর্কে প্রথম তথ্য দিবেন তাহাকে বা তাহাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা যাইবে, ইহা ছাড়াও যাহারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধীকে গ্রেফতার করিয়াছে তাহাদেরকেও পুরস্কৃত করা যাইবে।

(২) পুরস্কারের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে অস্ত্র এবং গোলাবারুদসমূহ নতুন কিংবা পুরাতন, ব্যবহার যোগ্য অথবা ব্যবহার যোগ্য নয়, প্রভৃতি তথ্যাদি বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

(৩) বিচারাদালতের রায় আপীল আদালতে অনুমোদনের পর অথবা আপিল পেশ না করা হইলে আপীল সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর যতটা দ্রুত সম্ভব পুরস্কার প্রদান করিতে হইবে।

(৪) ব্যতিক্রমধর্মী কিছু মামলার ক্ষেত্রে বিচার শুরু করা বা শেষ হওয়ার পূর্বে পুরস্কার প্রদান করা বাঞ্ছনীয় এবং এই সকল মামলার ক্ষেত্রে পুরস্কারসমূহ পুলিশ বিভাগের বিভাগীয় বিধি অনুযায়ী প্রদান করা হইবে এবং একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হইবে ইনফরমারদের ক্ষেত্রে যাহাদের নাম প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

(৫) অস্ত্র মামলার আসামী, অভ্যাসগতভাবে খুনী গ্রেফতার এবং গুপ্ত হত্যার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এমন সকল বেআইনী রিভলবার, স্বংক্রিয় পিস্তল অথবা ম্যাগজিন, অথবা একইরকম অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক প্রভৃতি উদ্ধারের বিষয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য বড় পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে।

১৬। **সহকারীদের (Clerks) পুরস্কার**।—সহকারীরা নিজেদের সাধারণ কাজের ধারাবাহিকতায় কোন কাজ করার জন্য পুরস্কার পাওয়ার উপযোগী হইবে না, তবে গ্রেফতার করার জন্য অথবা কেস উদঘাটনের জন্য সহকারী যদি কোন তথ্য সরবরাহ করেন, তবে প্রাইভেট ব্যক্তির ন্যায় একই পদ্ধতিতে সহকারীকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

১৭। **সহকারীদের সম্মানী প্রদান প্রক্রিয়া**।—অনুমোদন প্রক্রিয়া ফান্ডামেন্টাল রুলস ৪৬ এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস ৬২-৬৪ (পার্ট-১), যাহা সকল সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য, অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

১৮। **জরুরী ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদান**।—নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব করা যাইবে না, যথা ঃ—

(ক) পুরস্কারের জন্য সুপারিশ পেশ করা;

(খ) পুরস্কারের আদেশ জারী;

(গ) পুরস্কারের বিল প্রস্তুতকরণ; এবং

(ঘ) পুরস্কার বিতরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী
উপ-সচিব (পুলিশ)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।